দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 26 SEP 1998 ...
পৃষ্ঠা: ৬ কলাম ৩

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা

তপন মন্ডল

বিশেষ প্রতিবেদন

সময় চলে তার নিজস্ব গতিতে। যুগ পাল্টে যায় সাবলীল ধারায়। মানুষ তার সাথে পা ফেলে তাল মিলায়। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে প্রযুক্তিগত উন্নতি থেমে নেই। বিজ্ঞানের আধুনিকীকরণের শেষ বলতে কিছু নেই। চারদিকে কম্পিউটারের জয়জয়কার। কম্পিউটারের প্রথম ব্যবহার আমেরিকার পেন্টাগনে। এখন এটা বাংলাদেশের আমবাগানেও প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ সরকার কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছে। তবে একটু দেরি করে। সর্বস্তরে কম্পিউটার বিজ্ঞান চালুর উপর গুরুত্বও দেয়া হয়েছে। ৬ই জানুয়ারি ১৯৯৬ সালের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা চালু করা হয়। কম্পিউটার শিক্ষা চালু করা এখনো একটি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। সরকার ও বেসরকারি উভয় ধরনের কলেজে এ কোর্স চালুর অনুমতি দেয়া হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি ৫৬টি কলেজে প্রাথমিকভাবে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নাম 'নির্বাচিত সরকারি কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালুকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ।' সরকার ইতোমধ্যে কম্পিউটারের উপর থেকে সম্পূর্ণভাবে ভ্যাট‌ও প্রত্যাহার করেছেন। সরকারের এ উদ্যোগ নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। এ

ব্যাপারে কথা হয়েছে ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক মোঃ আবুল হামিদের সঙ্গে। সরকার বেসরকারি ও সরকারি কলেজের জন্য কতগুলো শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হলো প্রতি পাঁচজন ছাত্রের জন্য একটি কম্পিউটার এবং পাঁচটি কম্পিউটারের জন্য একটি প্রিন্টার। ব্যাপক চাহিদার ভিত্তিতে বেসরকারি কলেজ এগুলো সরবরাহ করতে পারছে কিনা? তিনি উত্তরে বললেন, অধিকাংশ কলেজই একটি কম্পিউটার দেখিয়ে সাবজেক্ট-এর অনুমোদন চায়। তবে তাদের দেয়া হয় না। বেসরকারি কলেজগুলো কম্পিউটার বিজ্ঞান খুলে তাদের কমার্শিয়াল মনোভাব চরিতার্থ করতে চাইছে। এছাড়া প্রশিক্ষকের শর্ত অনুযায়ী প্রশিক্ষককে নটামস্ যুব উন্নয়ন অথবা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল থেকে ডিপ্লোমাধারী হতে হবে। এ ধরনের ডিপ্লোমাধারী প্রশিক্ষক ও সব কলেজে পাওয়া যায় না। এজন্য কম্পিউটার বিষয়ের হাল হকিকত খুব সন্তোষজনক নয়। তবে সরকারি কলেজগুলোর গণিত, পদার্থ, একাউন্টিং অথবা পরিসংখ্যান বিষয়ের দু'জন শিক্ষককে নটামস থেকে কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে তবে পড়াতে হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এটি একটি ঐচ্ছিক বিষয়। বিজ্ঞান, মানবিক, ইসলামী শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ সব কটি শাখার ছাত্রছাত্রী কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টি নিতে পারবে। ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য নতুন সিলেবাসে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত একটি বই বোর্ড অনুমোদন করেছে। বইটির নাম 'উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার শিক্ষা।' লেখক মোস্তফা জব্বার।

কিছু কথা

কম্পিউটার শিক্ষা কোর্সে মোট তত্ত্বীয় ক্লাস হবে ১৪০টি এবং ব্যবহারিক ক্লাস হবে ৭০টি যার ক্লাসের ব্যাপ্তি দেড় ঘন্টা। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পত্রে একইরূপ।

মানবন্টনের দিক দিয়ে প্রতি পত্রে তত্ত্বীয় ৬০ এবং ব্যবহারিক ৪০। তত্ত্বীয় ৬০-এর মধ্যে রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ৪টি করে।

ব্যবহারিক কম্পিউটার চালানো, প্রোগ্রামিং, ব্যবহারিক খাতা, প্রজেক্ট ও মৌখিক পরীক্ষা থাকবে। সিলেবাস কমিটির ভাষ্য অনুযায়ী কম্পিউটার শিক্ষার পাঠক্রম যুগোপযোগী এবং মানসম্মত। এ কোর্স সম্পন্ন করে একজন ছাত্রছাত্রী যাতে দেশে ও বিদেশে কম্পিটারে দক্ষ জনশক্তিরূপে পরিগণিত হতে পারে সে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। যদিও পরবর্তী অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়ার সুযোগ খুবই সীমিত। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবিষ্যতে কম্পিউটার বিজ্ঞানে মাস্টার্সধারী প্রশিক্ষক পাওয়া গেলে বর্তমানের এ স্বল্পমেয়াদি ডিপ্লোমাধারীদের প্রশিক্ষণদান থেকে বিরত রাখা হবে। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে সরকারি কলেজগুলোতে প্রায় ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ লাভ করবে। ২৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা এই প্রকল্প। বর্তমানে ৫৬টি কলেজ হলেও ভবিষ্যতে ১৫৪টি কলেজে কোর্সটি চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র, বই-পুস্তক সরবরাহ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে।

সরকারি ও বেসরকারি কলেজে ছাত্রছাত্রীদের আবেদন সত্ত্বেও সবাই এ বিষয়টি নিয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। বিশেষ করে প্রশিক্ষক ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থার স্বল্পতার জন্য।

❑ ঢাকা বোর্ডের অনুমোদিত ১৭টি সরকারি কলেজের মধ্যে রয়েছে ঢাকা কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজ, সরকারি বাংলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, বঙ্গবন্ধু কলেজ, নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ, নেত্রকোনা সরকারি কলেজ, রাজবাড়ি সরকারি কলেজ, মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর মহিলা কলেজ, তোলারাম কলেজ, ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ, রাজেন্দ্র সরকারি কলেজ, মুমিনুন্নেসা মহিলা কলেজ, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ ও সরকারি মওলানা মোঃ আলী কলেজ। তবে রাজেন্দ্র সরকারি কলেজ থেকে সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী তুলে দেয়া হয়েছে। এজন্য অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও কলেজটিতে কম্পিউটার কোর্স খোলা হয়নি।

❑ কুমিল্লা বোর্ডের অন্তর্গত ১২টি কলেজের মধ্যে রয়েছে জিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ, চাঁদপুর সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ, নোয়াখালী সরকারি কলেজ, নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ, কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ, ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং সিলেট সরকারি কলেজ।

❑ রাজশাহী বোর্ডের ১১টি সরকার কলেজের মধ্যে রয়েছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, লালমনিরহাট সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, মুজিবুর রহমান সরকারি মহিলা কলেজ, জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ, নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ, বেগম রোকেয়া কলেজ, শাহ সুলতান কলেজ ও দিনাজপুর মহিলা কলেজ।

❑ যশোর বোর্ডের অন্তর্গত ১১টি কলেজের মধ্যে রয়েছে সরকারি এম এম কলেজ, বাগেরহাট সরকারি মহিলা কলেজ, বরগুনা সরকারি কলেজ, ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঝালকাঠি সরকারি কলেজ, ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর মহিলা কলেজ, কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশাল মহিলা কলেজ ও পটুয়াখালী মহিলা কলেজ।

❑ চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অন্তর্গত মাত্র ৫টি কলেজ। সেগুলো হলো চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ, কক্সবাজার সরকারি কলেজ, রাঙামাটি কলেজ ও বান্দরবান কলেজ।

৫৫টি কলেজের মধ্যে ২৭টিই মহিলা কলেজ, বাকি ২৮টির বেশিরভাগ কলেজেই কো-এডুকেশন সিস্টেম। বাংলাদেশ সরকারের অনেক মহতী উদ্যোগ পূর্ণতা পায়নি। কম্পিউটার আগামীদিনের কর্মসংস্থানের ও দেশকে আর্থিকভাবে এগিয়ে নেবার মাধ্যম হতে পারে। প্রশিক্ষণের মান সমুন্নত রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের সৎ ও সজাগ দৃষ্টি দেয়া বাঞ্ছনীয়। নতুবা হিতে বিপরীত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।